অভিজিৎ সেনের উপন্যাস: বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরীতি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে
পিএইচ. ডি. (আর্টস) উপাধিপ্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভের
সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

সুশীল মালিক

নিবন্ধভুক্তি সংখ্যা : A00BE1201017

বর্ষ : ২০১৭-২০১৮

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক গোপা দত্ত

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২২

ভূমিকা:

একালের অন্যতম কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেনের (জন্ম-১৯৪৫) প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা আঠাশটি। সমকালীন অন্যান্য লেখকের তুলনায় সংখ্যাটা অনেকটাই কম যদিও অভিজিৎ সেন মনে করেন একজন লেখকের ক্ষেত্রে আঠাশটি উপন্যাস যথেষ্ঠ। এই সংখ্যক উপন্যাসের মধ্যে তিনি ইতিহাস, কৃষকের জমিকেন্দ্রিক সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গা, মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, নকশাল আন্দোলন ও তার পরবর্তীকালে বাংলার রাজনীতি, নারীপাচার, প্রেম ও যৌনতা, আঞ্চলিকতা, লোকবিশ্বাস, মিথ, সাপ ও নদী প্রসঙ্গের প্রবণতা, যাযাবর ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনযাপন এমন একাধিক বিষয়কে ধরেছেন। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্যের নিরিখে গবেষণাপত্রের শিরোনাম রাখা হয়েছে 'অভিজিৎ সেনের উপন্যাস: বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরীতি'। বিষয়ের পাশাপাশি তাঁর উপন্যাসের আখ্যান নির্মাণের কৌশল অর্থাৎ প্লট, বর্ণনারীতি, চরিত্রচিত্রণ, উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার, পূর্ববঙ্গের ভাষা এবং চরিত্রগত ভাষা ব্যবহারের ধরন, অলংকার ও সঙ্গীতের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় তুলে আনা হয়েছে। তবে উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরীতি আলোচনার পূর্বে লেখকের ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর সাহিত্যভাবনা অর্থাৎ গল্প উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে যে বোধগুলো লেখককে উৎসাহিত করেছিল সে সম্পর্কে কিছু কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে ভূমিসংস্কার, নকশাল আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের মতো সত্তর দশকের অস্থির ইতিহাসের প্রসঙ্গ এবং সত্তরের আগের তেভাগা আন্দোলন, সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের প্রসঙ্গেরও খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে অবতারণা করা হয়েছে। পাশাপাশি সত্তর দশকের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিকদের সঙ্গে অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বিষয়বস্তুর নিরিখে অভিজিৎ সেনের উপন্যাসগুলিকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। পর্বগুলি উপন্যাসের কয়েকটি নির্দিষ্ট আখ্যানের ভিত্তিতেই করা তবে অভিজিৎ সেন একই উপন্যাসে একাধিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন ফলে এভাবে কোনো উপন্যাসকে একটি পর্বে নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেওয়া যায়নি। তবুও মূখ্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এবং আলোচনার সুবিধার্থে এই

পর্ব বিভাগ। তৃতীয় অধ্যায়ের এই পর্ব বিভাগের পরেও এমন কিছু উপন্যাস আছে যেগুলোকে বিষয়ের দাবিতে কোনো পর্বতেই যথাযথভাবে রাখা যায়নি, তাই চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পর্বে সেই উপন্যাসগুলিকে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে লেখকের উপর পূর্বসূরীদের প্রভাব, তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন প্রকার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, উপন্যাসে নদী ও সাপ প্রসঙ্গের প্রবণতা, আঞ্চলিকতা, লোকবিশ্বাস, মিথ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়বৈচিত্র্যের পাশাপাশি শিল্পরীতির ক্ষেত্রেও অভিজিৎ সেন মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন, পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর আখ্যান নির্মাণের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণাপত্রের শেষে পরিশিষ্ট অংশ রাখা হয়েছে যাতে বিভিন্ন সময়ে লেখকের সঙ্গে তাঁর জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে বিশেষত উপন্যাসের বিশ্লেষণ নিয়ে যে কথোপকথন হয়েছে তাকেই সাক্ষাৎকারের আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও উপন্যাসগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা করে পত্রিকা ও গ্রন্থে প্রথম প্রকাশের তথ্য দেওয়া হয়েছে।

পদ্ধতিবিজ্ঞান

এই অভিসন্দর্ভটিকে রূপ দিতে ভূমিকা, মূল আলোচনা, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি ও পরিশিষ্ট এই কয়েকটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে উপন্যাস ও ছোটোগল্প সংগ্রহ করা হয়েছে যা এই অভিসন্দর্ভে আকর গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে বিভিন্ন সমালোচনামূলক গ্রন্থের পাশাপাশি পত্র-পত্রিকা এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আলোচনার ক্ষেত্রে মূলত বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি (Descriptive Research Method) ও ব্যাখ্যামূলক গবেষণা পদ্ধতি (Explanatory Research Method) অবলম্বন করা হয়েছে। এবং বিশেষ ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতিও (Comparative Method) অনুসরণ করা হয়েছে। কালপুরুষ ১৪ ফ্রন্টে অভিসন্দর্ভটি মুদ্রিত হয়েছে, উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে ১২ ফ্রন্ট ও ইনডেন্ট রাখা হয়েছে তাই কোটেশন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি। অভিসন্দর্ভ রচনায় উদ্ধৃতি ছাড়া সমস্ত ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির *আকাদেমি বানান অভিধান* নির্দেশিত বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে। MLA হ্যাণ্ডবুক এর পদ্ধতি মেনে গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করা হয়েছে।

গবেষণাপত্রের শিরোনাম ও অধ্যায় ভাবনা

শিরোনাম:

অভিজিৎ সেনের উপন্যাস: বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরীতি

অধ্যায় ভাবনা:

প্রথম অধ্যায়- **অভিজিৎ সেন: ব্যক্তিপরিচয় ও সাহিত্যভাবনা**

দ্বিতীয় অধ্যায়- **সত্তর দশক, সমকালীন ঔপন্যাসিক ও অভিজিৎ সেন**

তৃতীয় অধ্যায়- **অভিজিৎ সেনের উপন্যাস: আখ্যান নির্মাণ**

চতুর্থ অধ্যায়- **অভিজিৎ সেনের উপন্যাস: বিষয়বৈচিত্র্যের অন্যদিক**

পঞ্চম অধ্যায়- **অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের শিল্পরীতি**

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

পত্র-পত্রিকা পঞ্জি

বৈদ্যুতিন তথ্যসূত্র

পরিশিষ্ট

প্রথম অধ্যায়:

অভিজিৎ সেন: ব্যক্তিপরিচয় ও সাহিত্যভাবনা

দেশভাগের প্রাক্কালে অভিজিৎ সেনের জন্ম হয়েছিল, খাতায় কলমে সালটা ১৯৪৫। যদিও লেখক নিজে এই সাল সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, আরও দু-তিন বছর আগে তিনি জন্মেছেন এমনটাই তাঁর হিসাব বলে। অভিজিৎ সেনের জন্মের সময় দেশের পরিস্থিতি উদ্বেগের ছিল, দেশের স্বাধীনতা নিয়ে টানাপোড়েন, ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদ্রায়িক দাঙ্গা তারপর শৈশবেই পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে এদেশে চলে এসেছিলেন তিনি। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি যখন লেখালেখি শুরু করেছিলেন, সেই সময়টাও প্রশান্তির ছিল না, নকশাল আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী ইতিহাস নির্মিত হয়েছে তখন। যে লেখক জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা এবং সাহিত্যিক হয়ে ওঠার সময়গুলোতে এসব দেখেছিলেন তাঁর লেখায় সমকাল ও স্মৃতি আসবে একথা খুব স্বাভাবিক। এসব থেকেই তাঁর সাহিত্য ভাবনা তৈরি হয়েছিল। লেখকের ব্যক্তিজীবন অর্থাৎ তাঁর জন্ম, শিক্ষা, কর্মজীবন, পারিবারিক পরিচয় তাঁর সাহিত্যে প্রভাব ফেলেছে। যেহেতু অভিজিৎ সেনের লিখিত কোনো সম্পূর্ণ জীবনীগ্রন্থ এখনো প্রকাশ পায়নি, তাঁর আত্মজীবনী *নির্জনে কুয়াশায়* গ্রন্থের কাজ কয়েকবছর আগে শুরু হয়েছে। ফলে তাঁরই মুখে শোনা তাঁর জীবন কাহিনির উপর অনেকটাই নির্ভর করতে হয়েছে এই অধ্যায় লিখতে। ১৯৪৫ সালে অবিভক্ত ভারতবর্ষের বরিশালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অভিজিৎ সেন, পিতা সুধীরকুমার সেন ও মাতা লাবণ্যপ্রভা সেন। সুধীরবাবুর দুই পক্ষ মিলিয়ে মোট ১৩ জন সন্তান, দেশভাগের আগে সচ্ছল পরিবার ছিল সুধীরবাবুর যদিও দেশভাগের পরে তা আর থাকেনি। সুধীরবাবু একসময় সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র করে তুলেছিলেন বাড়িকে এবং তাঁর সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চার জের দুই পুত্র অভিজিৎ সেন ও মিহির সেনগুপ্তের (১৯৪৬-২০২২) মধ্যে দেখা গিয়েছিল। *সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম* (১৯৯৬), *বিষাদবৃক্ষ* (২০০৪) গ্রন্থের লেখক মিহির সেনগুপ্ত একালের একজন উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক ছিলেন। পরিবারের অসচ্ছল অবস্থাকে সামাল দিতে কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছিলেন সুধীরবাবু। বৃহৎ এই পরিবারটি দেশভাগের পর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। অভিজিৎ সেনের বিশৃঙ্খল শিক্ষাজীবন থেকে যৌবনে পদার্পন, কর্মজীবন তারপর বামপন্থী রাজনীতির

আদর্শে বিশ্বাস করে নকশাল আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন, এসবের পর সুযোগ্য সহধর্মিনী শ্রীমতী দীপিকা সেনের সান্নিধ্য তাঁর জীবনকে গুছিয়ে আনার ও সাহিত্য রচনার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। দৃঢ়চেতা ও প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী স্ত্রীর কথা অভিজিৎ সেন তাঁর *কার পদধ্বনি আসে? কার?* (২০১৫) উপন্যাসে অলকার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। পারিবারিক ক্ষেত্র থেকে আর এক নারীকে তিনি তাঁর *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা* (২০০০) উপন্যাসে কিছুটা তুলে এনেছিলেন বৃদ্ধা নলিনীর মধ্য দিয়ে, যিনি ছিলেন বাড়ির এবং গ্রামের পিসিমা। লেখকও তাঁকে পিসিমা বলেই ডাকতেন। ইনি আসলে অভিজিৎ সেনের বাবার পিসিমা ছিলেন। বাড়িতে যাঁর অসম্ভব কর্তৃত্ব ছিল, প্রচণ্ড ধর্মপ্রাণ এই মহিলার ভাসুরঝি ছিলেন মনিকুন্তলা সেন। অল্পবয়সে বিধবা হবার পর তিনি বাপের বাড়ি ফিরে এসেছিলেন এবং বাকি জীবন পুজো উপাসনা ও বাড়িতে কর্তৃত্ব খাটিয়ে নির্বাহ করেছিলেন।

ব্যক্তিজীবনে অভিজিৎ সেন প্রথমে ১৯৬৩ সালে একটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করেছিলেন তারপর বালুরঘাট ও মালদায় ব্যাংকে চাকরি করেছেন। কর্মসূত্রে এসব জায়গায় অনেকদিন থাকতে হয়েছিল। এছাড়াও দেশত্যাগের পর কলকাতা ও দিনাজপুরের বিভিন্ন স্থানে থেকেছিলেন তিনি। এইসব স্থানে থাকার অভিজ্ঞতা ও মানুষের সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতা এবং তাঁর দেশি ও বিদেশি সাহিত্য পাঠের ফল সব মিলিয়ে তাঁর সাহিত্যভাবনার জগৎ তৈরি হয়েছে। ফলে ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে অভিজিৎ সেনের সাহিত্যভাবনা সম্পৃক্ত। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে দীর্ঘদিন থাকার ফলে সেখানকার মানুষের ভাষা-সংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস এবং তাদের জীবনযাপনের চিত্র অভিজিৎ সেনের কথাসাহিত্যের রসদ জুগিয়েছে। সত্তর দশকে বসে তিনি লিখেছিলেন তাঁর প্রথমদিকের গল্প উপন্যাসগুলি ফলে সত্তর দশকের আগের এবং সত্তরের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ও দাঙ্গা, দেশভাগ, মুক্তিযুদ্ধ, নকশাল আন্দোলন, অপারেশন বর্গা, মানুষের জীবনসংগ্রামের ধরন, সত্তর পরবর্তী রাজনীতিতে লোভ ও ক্ষমতার আগ্রাসন, এমনকি এইসময়গুলো থেকে অনেকটা পিছিয়ে গিয়ে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকেও ব্যবহার করেছেন উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে। ইতিহাসের মগ দস্যুদের অত্যাচারের কথা, গৌড়ের সিংহাসন দখলের রাজনীতি এমন বিষয়ের বৈচিত্র্য তাঁর সাহিত্যভাবনায় এসেছে। নারী চরিত্র রূপায়ণে অভিজিৎ সেন তুলনামূলক বেশি মনোযোগী। নারীর নিজস্ব সংকট ও জীবনসংগ্রাম থেকে মুর্শিদাবাদের নারীপাচারের কাহিনিও তাঁর সাহিত্য ভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়:

সত্তর দশক, সমকালীন ঔপন্যাসিক ও অভিজিৎ সেন

অভিজিৎ সেনের জন্ম (১৯৪৫) থেকে তাঁর লেখক হয়ে ওঠার সময় অর্থাৎ বিশ শতকের সত্তর দশক এবং তারপরে, এই সময়টায় সমাজে একাধিক ইতিহাস নির্মিত হয়েছিল। বিশেষত সত্তর দশক শুধু একটি সময় নয়, মানুষের রক্ত ঘামে লেখা কালের অভিজ্ঞান। অভিজিৎ সেনের শৈশবে ঘটে গেল ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭ সালে দেশভাগ, দেশভাগের প্রকোপ তাঁর জীবনেও পড়েছিল, বরিশাল থেকে সহায়সম্বলহীনভাবেই কলকাতায় পালিয়ে আসতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে এসব তাঁর লেখায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। সত্তর দশক অর্থাৎ যে সময় থেকে অভিজিৎ সেন লিখতে শুরু করেছিলেন সেই সময়ের নকশাল আন্দোলন যাতে তিনি প্রত্যক্ষ যুক্ত ছিলেন, সেই আন্দোলনের পন্থা ব্যর্থতা নিয়ে লিখেছেন কয়েকটি উপন্যাস। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও তাঁর লেখায় প্রভাব ফেলেছে। সত্তর দশকে বসে অভিজিৎ সেন যেমন ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসে বিচরণ করেছিলেন আবার সত্তর থেকে কিছুটা পিছিয়ে ১৯৪৩ সালের তেভাগাকেও ছুঁয়েছেন। ১৯৫৫ সালের ভূমিসংস্কার আইনের ফল সত্তর আশির দশকে অপারেশন বর্গার রূপ পেয়ে কৃষকের উন্নতিসাধন করেছিল, এসব অভিজিৎ সেন তাঁর কথাসাহিত্যে তথ্যভিত্তিক তুলে এনেছেন। ইতিহাসের এইসব কাহিনি যেহেতু লেখকের উপন্যাসে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে তাই এই অধ্যায়ে নকশাল আন্দোলন, ভূমিসংস্কারের ফলে অপারেশন বর্গা, মুক্তিযুদ্ধ এবং সত্তর দশকের কিছু আগের তেভাগা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগ বিশেষ এই ইতিহাস সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে কিছু কথা বলা হয়েছে।

অভিজিৎ সেন যখন গল্প উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলেন তখন তিনি সমবায় ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন, ফলে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত কাজে তিনি দেখেছিলেন অনেক বর্গাদারের দুরবস্থা। সামন্ততন্ত্রকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে সরকার ভূমিসংস্কার আইন পাশ করেছিল, যদিও সেই আইন কার্যকর করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বন্টন, বর্গা নথিভুক্তি, ঋণদান, গ্রামোন্নয়নের নানান প্রকল্প কৃষিক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনতে পারত ভূমিসংস্কার আইন। কিন্তু জোতদারের অর্থ ও ক্ষমতার কাছে

আইন শুধুমাত্র আইনের খাতায় থেকে গিয়েছিল। বর্গাদারদের জমি বন্টন করার জন্য প্রয়োজনীয় জমি তৈরি করা অর্থাৎ জোতদারের অনৈতিক দখলীকৃত জমি অধিগ্রহণ করে ভেস্ট করা সরকারের পক্ষেও সম্ভব হচ্ছিল না। পরবর্তীকালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলে ভূমিসংস্কারের কাজে জোয়ার আসে, ফলে বর্গাদাররা চাষে নিশ্চয়তা পেয়েছিল, ক্ষেতমজুরসহ গ্রামীণ কারিগররা এবং মৎসজীবীরা বাস্তু জমিও পেয়েছিল। কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট দুই সরকারের আমলে জমি বন্টন নিয়ে ব্যাপক নাটক হয়েছিল। আইন তৈরি হবার অনেক বছর পরে ১৯৭৮ সালে জমিবন্টনের কাজ জোরকদমে চলতে থাকে ততদিনে কৃষকরা রাজনৈতিক ভাবেও সচেতন হয়ে উঠেছে। ১৯৫০ সালে বর্গা আইন প্রণীত হলেও জোতদার নানান ফন্দিতে বর্গা উচ্ছেদ করতে থেকেছে। ১৯৭৭ সালে ভূমিসংস্কার আইনের কিছু সংশোধন অর্থাৎ অপারেশন বর্গার দ্বারা বর্গাদাররা কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিল। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত জোরকদমে চলতে থাকে অপারেশ বর্গা কর্মসূচি। এসব উঠে এসেছিল অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে। সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলনকে অভিজিৎ সেন শুধু দেখেননি, প্রত্যক্ষ যুক্ত থেকে আন্দোলনের আঁচ উপলব্ধি করেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের ফলে সর্বশেষ দল সি.পি.আই.এম.এল তৈরি হয়েছিল, যারা 'সংশোধনবাদী' ও 'নয়া সংশোধনবাদী' কোনো দলেই থাকতে চায়নি, এরা নিজেদের কর্মপদ্ধতি নিজেরাই তৈরি করেছিল। খুন ও জখমের হিংস্র পথ দিয়েই মুক্তাঞ্চল তৈরির বাসনা নিয়ে সেদিন পুলিশ, সরকার ও জোতদারের বিরুদ্ধে যে লড়াই সংগঠিত করেছিল এরা। সত্তর দশকের এবং আজকের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাদের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সুশীতল রায়চৌধুরীর মতো নেতারা কৃষক ও বঞ্চিত মানুষের সুবিধার জন্য পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বন্দুকের নলকে ক্ষমতার উৎস বলেই বিবেচনা করেছিল। খতম অভিযানকে গুরুত্ব দিয়ে যে ম্যারাথন শুরু হয়েছিল তাতে সায় ছিল না দলের অনেক কর্মীর। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব ও উগ্র পন্থা অবলম্বনের ফলে খুব কম সময়ের (১৯৬৭-৭২) মধ্যেই ছিন্নভিন্ন হয় নকশালরা তবে বাংলার সমাজ, ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব রেখে গেল। অভিজিৎ সেন নিজেও এই দলের মধ্যেই ছিলেন তবে পুরোপুরি পক্ষপাতী ছিলেন না তাই খুব কম সময়েই বেরিয়ে এসেছিলেন। এই ক্ষেত্র থেকে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে লিখেছিলেন কয়েকটি উপন্যাস। ভারতের স্বাধীনতালাভের

ইতিহাসের মতো বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভের ইতিহাস সময়ের নিরিখে দীর্ঘ না হলেও রক্তক্ষরণের ক্ষেত্রে খুব বেশি তফাৎ ছিল না। উর্দু রাষ্ট্রভাষা স্বীকার না করে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের যে লড়াই তা বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার এই লড়াই দুই বাংলার সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছে। অভিজিৎ সেন মুক্তিযুদ্ধকালীন চরিত্রদের তুলে এনেছেন তাঁর উপন্যাসের আখ্যানে। নকশাল আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ প্রায় একই সময়ে চলেছিল। অভিজিৎ সেন সেই সময় থকে কিছুটা পিছিয়ে কৃষকদের জমির অধিকারের দাবিতে গড়ে ওঠা তেভাগা আন্দোলন নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন। তিনি উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে অধিকাংশ উপন্যাসের আখ্যান নির্মাণ করেছেন, উত্তরবঙ্গের মাটিতেই তেভাগা আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়েছিল। ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়েও কৃষকরা জাতি ধর্মের বিভেদ সরিয়ে একই ছাতার তলায় এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের অধিকার বুঝে নিতে। জোতদারের সঙ্গে উৎপাদিত ফসলের আধাআধি ভাগ মেনে নিতে পারেনি কৃষকরা। তেভাগার দাবিতে দিনাজপুর ও রংপুরের কৃষকদের প্রবল উন্মাদনা ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বাংলায়। জোতদার ও জমিদারের বিরুদ্ধে একাধিক দাবিতে কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়েছিল। জোতদারের অত্যাচারের সঙ্গে পুলিশি জুলুম ও ষড়যন্ত্র আন্দোলনকে দুর্বল করতে চেষ্টা করেছিল। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা ও দেশভাগ অখণ্ড ভারতের মানচিত্র ও মানুষের মানসিকতায় এমনভাবে কাঁচি চালিয়েছে মনের টানে আজও দুই দেশের মানুষ এক হতে পারেনি। মুসলিম লীগের সমর্থনে পাকিস্তান তৈরির দাবিতে ভারতের মুসলমানরা যে লড়াইয়ে সামিল হয়েছিল সেই লড়াই ক্রমে সাম্প্রদায়িক রঙ নিয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ক্ষমতা দখলের রেষারেষি মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবিকে জোরালো করেছিল আর হিন্দুদের কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষার দায় মাথাচাড়া দিয়েছিল ফলে দাঙ্গা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

অভিজিৎ সেন ও সত্তর দশকের অন্যান্য কথাসাহিত্যিক যেমন সাধন চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৪), ভগীরথ মিশ্র (১৯৪৭), নলিনী বেরা (১৯৫২), ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৮), আবুল বাশার (১৯৫১), স্বপ্নময় চক্রবর্তী (১৯৫১), অনিল ঘড়াই (১৯৫৭-২০১৪) প্রমুখের লেখার তেভাগা, দাঙ্গা, দেশভাগ, নকশাল আন্দোলন, অপারেশন বর্গা, মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ এসেছে।

মধ্যবিত্তের ভাবাবেগ রোমান্টিক আবহ উধাও হয়ে রাজনীতি, সমাজনীতি, কৃষি, অর্থনীতি, পুলিশ-প্রশাসন, পঞ্চায়েত, দুর্ভিক্ষ, ভূত-প্রেত, ডাইন, জাদুটোনা, মাদুলি-কবচ এমন লৌকিক-অলৌকিক বিশ্বাস, লোককথা, লোকগান, মঙ্গলকাব্য, মানুষের নানান ধরনের জীবন-জীবিকা ইত্যাদি ব্যাপকভাবে উঠে এসেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), সতীনাথ ভাদুড়ি (১৯০৬-১৯৬৫), মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), অমিয়ভূষণে মজুমদারের (১৯১৮-২০০১) যথার্থ উত্তরসূরী হিসাবে উক্ত বিষয়গুলিকে ব্যপ্তি দিয়েছিলেন সত্তর দশকের লেখকেরা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), সতীনাথ ভাদুড়ির পথ ধরে মহাশ্বেতা দেবীর বলিষ্ঠতা একালের কথাসাহিত্যকদের প্রেরণা জুগিয়েছে। বিষয়ে যেমন বৈচিত্র্য এসেছে তেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে কথাসাহিত্য আরও অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। এযুগে দাঁড়িয়ে মহাশ্বেতা দেবী যেমন ইতিহাস ঘেঁটে ঝাঁসির রাণীর ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করেছেন *ঝাঁসির রাণী* (১৯৫৬) উপন্যাসে, *নটী* (১৯৫৭) ও *অমৃত সঞ্চয়* (১৯৬২) উপন্যাসে সিপাহি বিদ্রোহের পটভূমি, *আঁধার মাণিক* (১৯৬৬) উপন্যাসে তিনি জানিয়েছিলেন 'দ্বাদশ বঙ্গাব্দে, বাংলার মেয়ের সামনে গাঢ় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।' বর্গি আক্রমনের পর বাংলার নারীদের দুর্দশা এই উপন্যাসের চিত্র। ষোড়শ শতকের পটভূমিতে *কবি বন্দ্যঘটি গাঞ্রির জীবন ও মৃত্যু* (১৯৬৭) লেখা হয়েছে, যা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কবি* (১৯৪৪) উপন্যাসের নিতাইয়ের মতো কলহনের আত্ম আবিষ্কারের কাহিনি। মুণ্ডাদের দীর্ঘ বিদ্রোহের কাহিনির ঐতিহ্য খুঁজেছিলেন *অরণ্যের অধিকার* (১৯৭৭) ও *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর* (১৯৮০) উপন্যাসে। উপন্যাসের গঠনরীতি মেনেই অতীত ঐতিহ্যকে রূপ দিয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী। এ শুধু নেশা নয় চ্যালেঞ্জও বটে। অভিজিৎ সেনও ইতিহাসে অবগাহন করেছেন একালের গবেষকদের মতো, কাহিনির যথার্থ ব্যাখ্যা পেতে। তাইতো গৌড়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চৈতন্যদেবের মতো ধর্মীয় চরিত্রের উপস্থিতির কারণ জানতে চেয়ে, সেই সময়ের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে তুলে এনেছিলেন *রাজপাট ধর্মপাট* (২০০৮) উপন্যাসে। আবার *ধর্মায়ুধ* (২০২০) উপন্যাসে আছে রাজা গণেশ ও তার পুত্র যদুর সিংহাসন লাভে ধর্ম কীভাবে আয়ুধ হয়ে উঠেছিল, ক্ষমতার মোহে পিতা-পুত্রের মধ্যে কবে যে বহুযোজন দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল তা কেউই বুঝে উঠতে পারেনি। *মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল* (২০০৭) উপন্যাসে

ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকে বাংলার উপকূলে মগদের দৌরাত্বের কাহিনি। এসব ক্ষেত্রে অভিজিৎ সেন যেন মহাশ্বেতা দেবীর যথার্থ উত্তরসূরী।

সত্তর দশকের কথাসাহিত্যিকরা বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিষয় আঙ্গিকে একটা বাঁকবদল এনেছেন। অভিজিৎ সেনের মতো এই সময়ের কথাকাররা অন্যান্য কথাসাহিত্যিকদের মতো শুধু বাংলা উপন্যাসে জীবনের নির্বাচিত অংশ, পত্র-পত্রিকার চাহিদা, মধ্যবিত্তের জীবনযাপন নিয়ে লিখলেন না, সমাজ ও জীবনের সমগ্রতা রূপায়ণের দিকে মন দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সতীনাথ ভাদুড়ি, মহাশ্বেতা দেবী, অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১), দেবেশ রায়ের (১৯৩৬-২০২০) পথেই সত্তর দশকের একঝাঁক সাহিত্যিক বিষয়ের অভিনবত্ব আনতে সরাসরি গ্রামজীবনে প্রবেশ করেছিলেন। সমাজ, ইতিহাস, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, পরিবেশ, লোকবিশ্বাস, মিথ, মঙ্গলকাব্য, ভূত-প্রেত ডাইনি, মাফিয়া মস্তান এবং মানুষের বিবিধ সমস্যা ও বিচিত্র জীবনযাপন নিয়ে অবাধ লেখালেখি শুরু করেছিলেন। এইসব কথাসাহিত্যিকদের অনেকেই সাহিত্যের বিপণন ও চলচিত্রায়নণের কথা ভুলে গিয়েছিলেন ফলে কথাসাহিত্য এক নতুন জগৎ পেয়েছিল। কথাসাহিত্যের এই নবধারার উন্মোচনের কারিগরদের মধ্যে অভিজিৎ সেন একজন। অভিজিৎ সেনের মতো তাঁর সমকালীন আরও অনেকেই এই নতুন ধারায় লিখতে শুরু করেছিলেন। ভগীরথ মিশ্রের *মৃগয়া* (১৯৯৬-৯৮) উপন্যাসের দীর্ঘ প্রেক্ষাপটে ভূমিকেন্দ্রিক শোষণের চিত্রও আছে। *জানগুরু* (১৯৯৫) উপন্যাসে ওঝাদের বাড়বাড়ন্ত এছাড়াও গ্রামীণ মানুষের আচার-আচরণ, বেশভূষা দিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের ইমারত গড়তে চেয়েছিলেন লেখক। অভিজিৎ সেনের মতো ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় জোতদার বর্গাদারদের সম্পর্ক নিয়ে লিখেছেন *রমাপদর অসনব্যসন* (১৯৯৩)। দক্ষিণবঙ্গে তেভাগার দাবি, নির্যাতিত চাষি ও বিপ্লবীদের করুণ অবস্থা নিয়ে লিখেছিলেন *স্বজনভূমি* (১৯৯৪) উপন্যাস। আবুল বাশারকে মুর্শিদাবাদের নিম্নবর্গের মানুষের জীবনসংগ্রাম বিশেষত নারীর জীবন বেশি ভাবিত করেছিল। মুসলমান সমাজে নারীর দুরবস্থা এবং ধর্মগুরুদের সাধারণ মুসলমানকে বোকা বানিয়ে অর্থ উপার্জন করা এসব তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। *ধর্মের গ্রহণ* উপন্যাসে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর যুক্তিবোধ স্থাপন করেছিলেন তিনি। নারীর উপর চাপিয়ে দেওয়া ধর্মীয় বিধান কিভাবে নারীকে বিপথগামী

করে তোলে তা *ফুলবউ* (১৯৮৮) উপন্যাসে দেখিয়েছেন। অভিজিৎ সেনের মতোই ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ বোধকে স্থাপন করেছিলেন আবুল বাশার। সত্তর দশকে 'বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ'কে এই সময়ের সাহিত্যিকরা উপেক্ষা করতে পারেননি, সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। তাই তাঁর লেখায় কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন, খাদ্য আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন ইত্যাদি উঠে এসেছিল। আবার সুন্দরবনের মাছমারাদের নিয়ে *গহীন গাঙ* (১৯৭৯) উপন্যাস লিখেছিলেন। অপারেশন বর্গা নিয়ে *পক্ষ বিপক্ষ* (১৯৮৮) গ্রামের ভাগচাষি, নেতাদের ক্ষমতা প্রদর্শন ও আদিবাসীদের সংস্কার বিশ্বাস এসব উঠে এসেছিল *উদ্যোগ পর্ব* (১৯৮৯) উপন্যাসে। আধুনিক সময়ের স্কুল পরিচালনায় শিক্ষক, সমাজ, বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ে রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে লিখেছিলেন *তেঁতুলপাতার ঝোল* (২০০৮) উপন্যাস। অভিজিৎ সেনের *নাগকেশর অক্ষবাট* (২০১৩) উপন্যাসে এই একই বিষয় অন্যভাবে উঠে এসেছে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীও পরবর্তীকালে আধুনিক বিষয় নিয়ে লিখেছেন *কম্পিউটার গেমস্* এর মতো উপন্যাস। এছাড়াও সত্তর পরবর্তীকালের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে জনজাতি নিয়ে গবেষণার একটা বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। অভিজিৎ সেন একটি যাযাবর গোষ্ঠীর দেড়শো বছরের পাঁচ প্রজন্মের জীবনসংগ্রাম নিয়ে লিখেছিলেন *রহু চণ্ডালের হাড়* (১৯৮৫) অন্যদিকে নলিনী বেরা শবর ও লোধা জনজাতির শিকার, চুরি, ভাষা, মিথ পুরাণে বিশ্বাস নিয়ে লিখেছিলেন *শবর চরিত* (২০০৫) উপন্যাস। সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের ইতিহাস নিয়ে স্বপ্নময় চক্রবর্তী *অবন্তীনগর* (২০০১) লিখেছিলেন। নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন চিত্রাঙ্কনে অনিল ঘড়াই সিদ্ধহস্ত, তিনি মেদিনীপুরের সমুদ্রভুমিতে নুনধারণের কথা বলেছিলেন *নুনবাড়ি* (১৯৮৯) উপন্যাসে। কাকমারা সম্প্রদায়ের দারিদ্র্যতা, হাড়ি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি দুঃখ দুর্দশা, ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের বনবাস তাঁর কলমে মরমী রূপ পেয়েছে। বস্তুত সত্তর দশকের কিছু আগে বাংলা কথাসাহিত্য মধ্যবিত্তের আঙিনা থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম করেছিল তা এবার পথ পেয়েছিল। সত্তর দশকের কথাকাররা সাহিত্যকে একটা বৃহৎ পরিসরে দেখেছেন এবং অবশ্যই পূর্ববর্তীদের রচিত ক্ষেত্র থেকে। ফলে কথাসাহিত্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য তো এলই সঙ্গে নবধারার সূত্রপাতও হয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়:

অভিজিৎ সেনের উপন্যাস: আখ্যান নির্মাণ

উত্তাল সত্তরের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেশকালের অবস্থা, জনজীবন, ভূমির অধিকার, নারীর অবস্থান, মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, প্রেম ও যৌনতা, মানুষের লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার, ইতিহাসের কাহিনির অন্বেষণপূর্ণ উপস্থাপন, এমন বিষয়বৈচিত্র্য অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে লক্ষ্য করা গেছে। এই অধ্যায়ে তাঁর উপন্যাসগুলিকে বিষয়বৈচিত্র্যের দিক কয়েকটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও তাঁর উপন্যাসে লম্বা চওড়া আখ্যানের থেকে টুকরো টুকরো অনেকগুলি কাহিনি একসঙ্গে প্রাধান্য পেয়েছে তাই একটি বিষয়ের নিরিখে নির্দিষ্ট সীমায় উপন্যাসগুলিকে পাকাপাকিভাবে বেঁধে ফেলা যথার্থ হবে না। তবুও আলোচনার সুবিধার্থে মূল কাহিনিকে প্রাধান্য দিয়ে পর্বগুলি ভাগ করা হয়েছে।

১। ইতিহাস আশ্রিত

অভিজিৎ সেন তাঁর ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস *মৌসুমি সমুদ্রের উপকূল* (২০০৭) উপন্যাসে ষোড়ষ-অষ্টাদশ শতকে বাংলার উপকূল অঞ্চলে মগ দস্যুদের গ্রামের পর গ্রাম লুঠ ও নির্মম অত্যাচারের কাহিনি তুলে এনেছেন। শুধু দ্রব্য ও পশু নয়, অল্পবয়স্ক নারী-পুরুষকে লুঠ করে, বিক্রিজাত পশুর মতো নিয়ে গিয়ে দাস হিসাবে বিক্রি করত মগরা। মগদের নির্মমতার সঙ্গে তৎকালীন সমাজের অন্ধকার দিক, ব্রাহ্মণতন্ত্রের অহংকার ও অশুচিবোধ উঠে এসেছে। *রাজপাট ধর্মপাট* (২০০৮) উপন্যাস শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড় আগমনকে কেন্দ্র করে লিখেছিলেন অভিজিৎ সেন। চৈতন্যদেবের গৌড় আগমনে নবদ্বীপে কানাঘুষো চলেছিল বাংলার রাজসভা থেকে দীর্ঘ মুসলমান শাসনের অবসান হয়ে বাহ্মণ রাজা হবে। চৈতন্যদেবের মধ্যে সেই সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল তৎকালীন ব্রাহ্মণেরা, অর্থাৎ চৈতন্যদেবকে একটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ধরা হয়েছিল। *ধর্মাযুধ* (২০২০) উপন্যাসে গৌড়ের একমাত্র হিন্দু রাজা গণেশ ক্ষমতা ও সিংহাসন বাঁচিয়ে রাখতে নিজ পুত্র যদুকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছিল আবার সুযোগ বুঝে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনে। তবে যদুও চারিদিকে ইসলামের আগ্রাসন ক্ষমতা দেখে নিজেকে পুনরায় ইসলামে দীক্ষিত করে ক্ষমতার শীর্ষে বসেছিল। এক্ষেত্রে পিতা-পুত্র ধর্মকেই আয়ুধ করেছিল ক্ষমতার জন্য।

২। চাষের ও বাসের ভূমি: অধিকারের লড়াই

চাষের জমি অধিকারের লড়াইটা শুরু হয়েছিল তেভাগা আন্দোলন দিয়ে। অবিভক্ত ভারতবর্ষের রঙপুর, চন্দনপিঁড়ি, কাকদ্বীপ আরও অনেক প্রান্তের ভাগচাষিরা ফসলের আধাআধি ভাগ মেনে না নিয়ে জোতদার ও জমিদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। জমি ও ফসলের দাবিতে পরবর্তীকালেও বর্গাদাররা ফসল ও জমির অধিকারের জন্য লড়াই করেছিল। অভিজিৎ সেনের *ক্রান্তিবলয়* (১৯৮৫) উপন্যাসে সেই বৃত্তান্ত উঠে এসেছে। বামফ্রন্টের আমলে অপারেশন বর্গার কাজ জোরকদমে যখন চলছিল, বর্গাদারদের নামে জমি রেকর্ড করে নেওয়ার সুযোগ থাকলেও অনেক বর্গাদার সেদিন জমির মালিককে বিশ্বাস করে বর্গা রেকর্ড করায়নি। তাদের যুক্তি ছিল সরকারি আইনে বর্গা রেকর্ড করিয়ে নেওয়াটা আসলে মালিকের সঙ্গে বেইমানি করা হবে। পরে মালিক ভাগচাষিদের সরলতার সুযোগ নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে জমি অন্যত্র বিক্রি করে দিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে লেখা *বর্গক্ষেত্র* (১৯৮১) অভিজিৎ সেনের প্রথম উপন্যাস। *রহু চণ্ডালের হাড়* (১৯৮৫) যাযাবর গোষ্ঠীর জীবনসংগ্রামের কাহিনি হলেও যাযাবরের পায়ের নীচের স্থায়ী ভূমির লড়াইটা তারা পাঁচ পুরুষ ধরে চালিয়ে এসেছিল। যাযাবর ঠকেছে, মার খেয়েছে, প্রাণ দিয়েছে, ইজ্জত দিয়েছে তবু তাদের পায়ের নীচে স্থায়ী ভূমি পায়নি। *হলুদ রঙের সূর্য* (১৯৯৬) উপন্যাসে মানুষের বসবাসের অযোগ্য নদী দ্বীপকে এক উদ্বাস্তু গোষ্ঠী কিনে নিয়ে দানবিক পরিশ্রম করে চাষ ও বসবাসযোগ্য করে তুলেছিল। কিন্তু মালিক শ্রেণির দৃষ্টি পড়েছে সেই সবুজে ঝলমল করে ওঠা দ্বীপে। ফলে উদ্বাস্তু সেই গোষ্ঠীর একমাত্র বাসস্থান নদীদ্বীপকে টিকিয়ে রাখা একটা কঠিন লড়াইয়ে রূপ পেয়েছিল।

৩। নকশাল আন্দোলন— লেখকের ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন এবং সত্তর পরবর্তী রাজনীতি

অভিজিৎ সেন যেহেতু নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুক্ত ছিলেন তাই এই আন্দোলন নিয়ে তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাই এই বিষয় নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলিতে লেখকের ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন দেখা গেছে। এই বিপ্লবের পথে লেখকের মনে প্রশ্ন জেগেছিল এই ভাবে কোথাও কোনো বিপ্লব হয়েছে কিনা, এই পথে সফলতা আসবে কিনা ইত্যাদি। তিনি অল্প সময় যুক্ত থাকার পর এই বিপ্লবের পথ ত্যাগ করেছিলেন। এবং সেসময় দিনাজপুরে থাকাকালীন স্তব্ধপ্রায় বিপ্লব ও বিপ্লবীদের উপর অত্যাচারের খবর তাকে কীভাবে বিচলিত

করত তা *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা* (২০০০) উপন্যাসে বলেছিলেন। *মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস* (২০১৭) উপন্যাসটি অভিজিৎ সেনের কর্মজীবনের সেই সময়টা যখন চাকরি, ঘর-পরিবার ছেড়ে বিপ্লবী নকশাল আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। *লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা* (২০১১) নকশাল আন্দোলনের পথে গ্রামে চলো অভিযানের ফলে শহরের শিক্ষিত বিপ্লবীদের যখন গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে, বিভিন্ন বিপ্লবী কাজে যোগদান করতে হত, তেমনই কিছু অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন।

অভিজিৎ সেন যেমন নকশাল আন্দোলন দেখেছিলেন তেমন দেখেছিলেন সত্তর পরবর্তীকালের রাজনীতির নগ্ন চেহারা। আদর্শের বিসর্জন, ক্ষমতার প্রদর্শন, গ্রামীণ পরিসরে আদর্শকে পরিহাস করে আদর্শবাদীর লাঞ্ছনার ব্যবস্থা করত নেতারা। দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ, রাজনৈতিক রেষারেষি থেকে খুন সবকিছুই সত্তর ও তার পরবর্তী কালের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ছিল। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সমাজকল্যাণে প্রতিশোধ ও হিংসার রাজনীতি কীভাবে নিয়ন্ত্রক হতে চাইছিল তা অভিজিৎ সেনের এই পর্বের উপন্যাসে দেখা গেছে। *অন্ধকারের নদী* (১৯৮৮) উপন্যাসে আছে ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসের কাজে রাজনীতি কীভাবে নিয়ন্ত্রক শক্তিরূপে কাজ করেছে। স্বজন-পোষণ ও ক্ষমতার বলে কাজের গতি নির্ধারিত হয়েছে। ফলে বি.ডি.ও অফিসার ও হাসপাতালের মহিলা ডাক্তার সততা দিয়ে কাজ করতে গিয়ে তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। *সমসাময়িক* (২০১২) উপন্যাসে একেবারেই আজকের রাজনীতির কথা বলেছেন লেখক। নেতার মৃত্যুর তদন্ত ঢাকা পড়ে গিয়ে মৃত নেতার স্ত্রীর নির্বাচনে টিকিটপ্রাপ্তি ঘটেছে। একটি রাজনৈতিক খুন পরিবারের প্রতিটি সম্পর্কের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে। *নাগকেশর অক্ষবাট* (২০১৩) উপন্যাসে উঠে এসেছে স্কুল পরিচালন সমিতির দখল নিয়ে রাজনৈতিক রেষারেষি। ফলে যে শিক্ষকের হাতে স্কুলটি গড়ে উঠেছিল সেই বৃদ্ধ শিক্ষককে বোমায় দগ্ধ হয়ে মরতে হয়েছে।

৪। **মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি**

অভিজিৎ সেন তাঁর *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা, নক্ষত্র নদী ও নারী* (২০১৫), *সমসাময়িক* উপন্যাসের মুক্তিযুদ্ধের এবং পরবর্তীকালের প্রেক্ষিতে কয়েকটি নারিচরিত্রকে ধরেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তাদের অবস্থা এবং যুদ্ধপরবর্তীকালে তাদের স্বাভাবিক

জীবনযাপন কীভাবে ব্যহত হয়েছিল তা উঠে এসেছে এই উপন্যাসগুলিতে। *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা* উপন্যাসের সতী, হেনার মতো মেয়েরা মুক্তিযোদ্ধা হয়ে বিপ্লবের পথে প্রতারিত হয়েছিল। দেশ ত্যাগ করেও তারা সুস্থ জীবন পায়নি। স্বাধীন বাংলাদেশ দেখার আগেই মৃত্যু হয়েছিল হেনার। *নক্ষত্র নদী ও নারী* উপন্যাসের কাঞ্চনমালার মতো কিশোরী দেশ ত্যাগ করে পালিয়ে আসতে গিয়ে খান সেনাদের হাতে ধরা পড়ে ধর্ষিত হয়েছিল। মৃত্যুমুখ থেকে বেঁচে এলেও পরবর্তী সাংসারিক জীবনের একাধিক বিপর্যয় তাকে খুনী করে তুলেছিল।

৫। **সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গা**

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কিছুদিন আগেই অভিজিৎ সেনের *আঁধার মহিষ* (১৯৯৩) উপন্যাসটি প্রকাশ পেয়েছিল। এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রসঙ্গ আছে, তার আগে অভিজিৎ সেন সমাজে, সংসারে, মানুষের মধ্যেকার সম্প্রদায়গত স্বার্থ বা সাম্প্রদায়িকতা দেখিয়েছেন এখানে। অসাম্প্রদায়িক মানুষের মধ্যেও কীভাবে সুপ্ত থাকে সাম্প্রদায়িকতা এবং সময়ে তা জেগে ওঠে। আবার দুই ধর্মের দুজন নারী-পুরুষ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও তাদের নিজধর্ম সম্পর্কে পক্ষপাত সময় বিশেষে বেরিয়ে এসেছিল। মানুষের সম্প্রদায়গত স্বার্থই দাঙ্গার জন্ম দেয় লেখক তা দেখিয়েছেন। *স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা* উপন্যাসে সরোজ চরিত্রটি যেন অভিজিৎ সেন নিজেই। সরোজ দেখেছিল দাঙ্গা আসলে সুইচ টিপে আলো জ্বালানো নেভানোর মতো নিয়ন্ত্রণ করা যায়, উপন্যাসে এসেছে দাঙ্গার চাঁদা আদায়, একটি দাঙ্গা কীভাবে দাঙ্গাবাজদের একত্রিত করেছে এবং গুজব দাঙ্গার ক্ষেত্রে কীভাবে মারাত্মক ভূমিকা নিয়েছে ইত্যাদি।

৬। **সামাজিক সমস্যা— নারীপাচার**

নারীপাচার সমাজের একটি গভীর ক্ষত, এই সমস্যাকে সমাজ অনেক আগে থেকে আজও বয়ে চলেছে । দারিদ্র্যে, লোভে, প্রেমে, প্রতারণায় আজও নারী পাচার হয়ে ভিন রাজ্য থেকে ভিনদেশে চলে যাচ্ছে। অভিজিৎ সেন তাঁর *সবুজ শ্যাওলা ঢাকা জল,* (২০০৯) ও *শিরিন এবং তার পরিজন* (২০১৭) উপন্যাস দুটিতে মুর্শিদাবাদের নারীরা কীভাবে পাচার হয়ে যায় তা তথ্য প্রমাণ দিয়ে তুলে এনেছেন। এবং পাচার হবার পরে অনেক সময় এইসব নারীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরেও আসতে চায় না। আবার এদের উদ্ধারের জন্য প্রশাসন ও

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভূমিকাও বর্ণনা করেছেন লেখক এই উপন্যাসগুলিতে। এক্ষেত্রে অভিজিৎ সেন শুধু নারীপাচারের গল্প বলেননি সাংবাদিকের মতো বাস্তব তথ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনিকে বেঁধেছেন।

৭। **প্রেম ও যৌনতা: জটিলতার গ্রন্থিমোচন**

প্রেম ও যৌনতা পরিপূরক নয় ঠিকই কিন্তু অভিজিৎ সেন তাঁর কথাসাহিত্যে প্রেম ও যৌনতাকে একই মাপকাঠিতে এবং স্বাভাবিক জীবনের অঙ্গ করেই দেখেছিলেন। *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর*, *নগ্ন নির্জন হাত* (২০০৯), *নক্ষত্র নদী ও নারী* উপন্যাসের কিছু চরিত্রে প্রেম ও যৌনতা দিয়ে এমন জটিল সম্পর্কের রসায়ন নির্মাণ করেছেন লেখক, যাতে প্রেম যৌনতাকে আলাদা করা যায় না। কখনো প্রেম থেকে যৌনতা এসেছে আবার যৌনতা থেকে প্রেম এসেছে। একই চরিত্রে প্রেম ও যৌনতার জটিলতা দেখিয়েছেন লেখক। *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* উপন্যাসের বিদ্যা ও বালার প্রেমে হার মানতে হয়েছিল মাতৃত্বের দৃঢ় আগলকে। বালার মা মায়নোমতি বালাকে আঁচলে বেঁধে রাখলেও বালা একসময় প্রেমের টানে বিবাগী হয়ে গেছে। এই দুই নর-নারীর যৌবনের ধর্মকে সমাজ সংসারের কোনো বাধাই আটকাতে পারেনি। এদের প্রেম এসেছিল যৌনতা দিয়েই কিন্তু তাতে প্রেম কলুষিত হয়নি। আবার *নক্ষত্র নদী ও নারী* মুক্তিযুদ্ধের আবহে লেখা হলেও হতভাগী কাঞ্চনমালার জীবনে অমৃত এসেছিল শরীরী টানে কিন্তু সেই টান একদিন প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছিল। জেলবন্দি কাঞ্চনমালার জন্য অপেক্ষা, তাকে বিয়ের ইচ্ছাপ্রকাশ এবং তার জন্য সমস্ত ব্যাকুলতা শুধুই অমৃতর আবেগ ও যৌন আকাঙ্ক্ষা নয়, প্রেমও। *নগ্ন নির্জন হাত* উপন্যাসের প্রেম, যৌনতা দিয়ে তৃপ্ত হয়ে প্রবল গতি পেয়েছে। শেষে প্রেমিকাকে লাভের প্রবল ইচ্ছাতে প্রেমিক অলৌকিক ক্ষমতার আশ্রয় নিতে চেয়েছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

অভিজিৎ সেনের উপন্যাস: বিষয় বৈচিত্র্যের অন্যদিক

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে অভিজিৎ সেনের উপন্যাসগুলিকে বিষয়বস্তুর নিরিখে সাতটি পর্বে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়ের সাযুজ্য না থাকায় উক্ত পর্বের মধ্যে কয়েকটি উপন্যাসকে ধরা গেল না। এই অধ্যায়ের প্রথম পর্বে সেই উপন্যাসগুলি আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও অভিজিৎ সেনের উপর পূর্বসূরীর প্রভাব, বিভিন্ন প্রকার চরিত্র নির্মাণের অভিমুখ, তাঁর উপন্যাসে সাপ ও নদী প্রসঙ্গের প্রবণতা, আঞ্চলিকতা, লোকবিশ্বাস, মিথ এমন নানান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম পর্ব

রহু চন্ডালের হাড় একটি যাযাবর গোষ্ঠীর থিতু হবার জন্য পাঁচ পুরুষের দেড়শ বছরের জীবনসংগ্রাম। *ছায়ার পাখি* সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে গ্রামজীবনের দ্রুত পরিবর্তন এবং এক হতভাগী গ্রাম্য নারীর আখ্যান। *ঝড়* (১৯৯৩) পিতৃহারা, মাতৃপরিত্যক্ত বালকের অন্তর্বেদনার কথা। *মেঘের নদী* (২০০৫) উপন্যাসে মহিমের মতো শিক্ষিত কর্মবীর যুবক হতাশায় সংযম হারিয়ে ধর্ষণের মতো কাজ করে আত্মদংশনে পীড়িত হয়েছে, পিতার আদর্শ অনুসরণ তাকে বাস্তব থেকে দূরে রেখেছে ফলে তার দাম্পত্য জীবন ভেঙে গেছে। অভিজিৎ সেন তাঁর উপন্যাসে প্রতিটি আখ্যানের মধ্যে নিজস্ব মতামত ও ব্যাখ্যা রেখেছেন। *নিম্নগতির নদী* (২০০৫) উপন্যাসে গঙ্গা নদীর ভাঙনের ফলে নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলের বন্যা অর্থাৎ মালদা জেলার বন্যার চিত্র এঁকেছেন এবং গঙ্গা নদী সম্পর্কে সেই অঞ্চলে মানুষের ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। *পাশ* (২০০৯) দিনেদুপুরে ঘটে যাওয়া একটি চতুর ব্যাংক ডাকাতির কাহিনি নিয়ে ছোটো একটি উপন্যাস। *নাগমঙ্গল* (২০১৯) উপন্যাসে অভিজিৎ সেনের আগ্রহের বিষয় সাপকে নিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন লেখক। গোটা উপন্যাস জুড়ে মালদা জেলার একটি অঞ্চলের ও মঙ্গলকাব্যের মিথ এবং লোকবিশ্বাস স্থান পেয়েছে। এছাড়াও মহাভারত ও পুরাণে সাপ যেভাবে এসেছে সেসব বিষয় আলোচনা করেছেন। এরপর আকারে ছোটো তিনটি উপন্যাস লিখেছিলেন অভিজিৎ সেন। আকারে ছোটো হলেও বিষয়ভাবনা কোনো অংশে খাটো নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেলের মতো দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক

ঐতিহ্যশালী সম্পদ চুরি হয়ে যায়। এমনভাবেই চোরা কারবারিদের দ্বারা বহু পুরোনো মূল্যবান যক্ষীমূর্তি পাচাররোধের কাহিনি *দিদারগঞ্জের যক্ষী* (২০১৫) উপন্যাস। *পাপীতাপী ও যোগিনী* (২০২০) উপন্যাসে আছে শিক্ষিত মানুষেরা জীবনে কৃতকর্মের অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেতে অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভর করতে চেয়েছে। *কার পদধ্বনি আসে? কার?* (২০১৫) এক দৃঢ়চেতা নারীর আখ্যান। যে নারী অন্যায়ের সঙ্গে আপস না করতে চাওয়ার বাসনায় নিজেকে সরিয়ে আনলেও প্রতিহিংসার ফলে সেই অন্যায়ের দায় তার ব্যক্তিগত স্বপ্ন বাস্তবকে প্রভাবিত করেছে।

দ্বিতীয় পর্ব

এই পর্বে অভিজিৎ সেনের উপর পূর্ববর্তী কথাসাহিত্যিক হিসাবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহাশ্বেতা দেবীর লেখার কোন দিকগুলো প্রভাব ফেলেছে তা উঠে এসেছে। অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের নারী, পুরুষ, খল ও অপ্রধান চরিত্রের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর গল্পের মতো উপন্যাসের নারীরা ত্যাগে, সেবায়, বিপর্যয়ে, জীববনযুদ্ধে অনেক সাবলীল। জোতদার, পুলিশ, রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে অভিজিৎ সেনের খল চরিত্ররা উঠে এসেছে। এছাড়াও অভিজিৎ সেনের অধিকাংশ উপন্যাসে প্রাসঙ্গিকভাবে সাপ ও নদীর কথা আছে। তাঁর উপন্যাসে সাপ ও নদী প্রসঙ্গের প্রবণতা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নদীর প্রতি লেখকের সহজাত টান থেকেই *নিম্নগতির নদী, রহু চণ্ডালের হাড়, ছায়ার পাখি, বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর* প্রভৃতি উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের অনেক নদীর প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিকভাবেই এনেছিলেন তিনি। এবং যৌনতা, বিপদ এমন নানা সংকেতরূপে সাপের প্রসঙ্গ এসেছে *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর, নিম্নগতির নদী* উপন্যাসে। আঞ্চলিক পরিধিকে অভিজিৎ সেন তাঁর উপন্যাসে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষিত বার বার তাঁর উপন্যাসে ঘুরে ফিরে এসেছে। লেখকের নিখুঁত পর্যবেক্ষণে বিশেষ অঞ্চলের লোকবিশ্বাসকে তুলে এনেছেন *বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর, ঝড়, হলুদ রঙের সূর্য, নগ্ন নির্জন হাত* প্রভৃতি উপন্যাসে। গ্রাম জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে মানুষ যেসব লোকবিশ্বাস ধারণ করে চলেছে তাঁর পাশাপাশি শহরের শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও যে লোকবিশ্বাস থাকে এটাও দেখিয়েছেন। *রহু চণ্ডালের হাড়, নাগমঙ্গল* উপন্যাসে মিথ ব্যবহারে আলাদা মাত্রা এনেছেন অভিজিৎ সেন। তাই এই বিষয়গুলিকে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়:

অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের শিল্পরীতি

শুধু বিষয় নয়, শিল্পরীতিগত দিকে অভিজিৎ সেনের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে। তিনি উপন্যাসের প্লট নির্মাণে সরল ও যৌগিক বা জটিল প্লটের রীতি মেনেছেন। আখ্যান বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথম পুরুষের নীরিক্ষণ-বিন্দু এবং সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন অভিজিৎ সেন। আখ্যান বর্ণনারীতির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রথম পুরুষ ন্যারেটর রীতি ব্যবহার করেছেন। চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে টাইপ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক উভয় চরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর উপন্যাসে। উপন্যাসের আয়তনে লেখক ব্যপক তারতম্য এনেছেন। শুধু পত্রিকার প্রয়োজনে উপন্যাসের আয়তন ছোটো রেখেছেন তাই নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী কাহিনির ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন। অভিজিৎ সেনের অধিকাংশ উপন্যাসের পটভূমি ও চরিত্র উত্তরবঙ্গের, ফলে এখানকার উপভাষা ব্যবহার করেছেন। পূর্ববঙ্গের চরিত্রের ক্ষেত্রেও এই রীতি মেনেছেন। তাঁর উপন্যাসে অসংখ্য চরিত্র আছে যারা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এদেশে এসেছে, প্রাসঙ্গিকভাবেই তাদের ভাষা ব্যবহার করেছেন তিনি। এছাড়াও মুসলমান চরিত্রের ভাষাকে সচেতনভাবে ব্যবহার করে লেখক চরিত্রগুলির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছেন। চরিত্র ও পরিবেশকে নিখুঁতভাবে ধরতে অশ্লীল শব্দ, ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত শব্দেরও ব্যবহার করেছেন প্রাসঙ্গিকভাবে। নিম্নবিত্ত গ্রাম্য নারী-পুরুষের সংলাপ ও মাতালের সংলাপে বাস্তবতা এনেছেন। মাতালের সংলাপের ক্ষেত্রে পুনরুক্তি ও অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ এবং কথায় অসংলগ্নতা চরিত্রের বাস্তবতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এছাড়াও সঙ্গীতের ব্যবহারে বিষহরির গান ও কৃষকের আনন্দ বেদনায় তাদের বাঁধা গান লেখকের একাধিক উপন্যাসে উঠে এসেছে। অলংকার নির্মাণেও অভিজিৎ সেন তাঁর উপন্যাসকে শিল্পসুষমা দান করেছেন।

উপসংহার:

অভিজিৎ সেনের প্রকাশিত উপন্যাসগুলিতে দেখা গেছে সমাজ ও মানব জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্র সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠতে পারে। এই সময়ের অন্যান্য লেখকের থেকে তুলনামূলক কম সংখ্যক উপন্যাসে বিষয়ের বৈচিত্র্যের ফলে তাঁর লেখা আলাদা করে চিনে নেওয়া যায়। একই আধারে একাধিক সামাজিক অভিঘাত এবং মানব জীবনের সংগ্রাম থেকে তাদের মিথ, বিশ্বাস, সংস্কার অনায়াস দক্ষতায় ধরেছেন। আবার উপন্যাস রচনার রীতিগত নানান ধরন এই সময়ের খুব কম লেখকের মধ্যেই দেখা গেছে। তেভাগা থেকে স্বাধীনতা ও দেশভাগের সময়ের অস্থিরতা, নকশাল আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, অপারেশন বর্গা সময়ের এইসব অভিঘাতের পাশাপাশি নারীপাচার এবং সাংসারিক পরিবৃত্তে প্রেম যৌনতার ক্ষেত্রেও লেখকের প্রকাশভঙ্গি অকৃত্রিম। অভিনব বিষয় ভাবনার সঙ্গে আঙ্গিকেও বৈচিত্র্য এনেছেন অভিজিৎ সেন তা উপন্যাসগুলির শিল্পরীতি বিশ্লেষণে উঠে এসেছে।

পরিশিষ্ট:

দীর্ঘদিনের ফোনালাপে আলোচিত হওয়া অভিজিৎ সেনের সাহিত্য ও জীবন নিয়ে কথোপকথন লেখকের অনুমতিক্রমে যন্ত্রস্থ করা হয়েছিল। যাতে সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে লেখকের ভাবনার স্তরগুলো জানার চেষ্টা করা হয়েছে। এখান থেকে অভিজিৎ সেনের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক প্রশ্নোত্তর এই অংশে সাক্ষাৎকার রূপে পরিশিষ্ট: ১ অংশে রাখা হয়েছে। এছাড়াও পরিশিষ্ট: ২ অংশে উপন্যাসগুলির পত্রিকায় এবং গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের কালানুক্রমিক একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

সেন, অভিজিৎ। *একের মধ্যে পাঁচ* । জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৪

সেন, অভিজিৎ। *ঈশানী মেঘ ও অন্যান্য গল্প* । ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। নয়াদিল্লি। প্রথম প্রকাশ ২০০৮

সেন, অভিজিৎ। *ক্রান্তিবলয়* । জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৩

সেন, অভিজিৎ। *দশটি উপন্যাস* । প্রতিভাস। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩

সেন, অভিজিৎ। *ধর্মাযুধ* । সুপ্রকাশ। নদীয়া। প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০২০

সেন, অভিজিৎ। *নক্ষত্র নদী ও নারী* । স্বস্তিক প্রকাশন। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৫

সেন, অভিজিৎ। *নগ্ন নির্জন হাত* । স্বস্তিক প্রকাশন। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৩

সেন, অভিজিৎ। *নাগমঙ্গল* । অক্ষর প্রকাশন। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৯

সেন, অভিজিৎ। *নিম্নগতির নদী* । দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ২০০৬

সেন, অভিজিৎ। *মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস* । জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৪২৪

সেন, অভিজিৎ। *লাশকাটা ঘরের সামনে অপেক্ষা* । জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৫

সেন, অভিজিৎ। *শিরিন এবং তার পরিজন* । অক্ষর প্রকাশন। কলকাতা। নভেম্বর ২০১৭

সেন, অভিজিৎ। *সেরা পঞ্চাশটি গল্প* । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৪

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থ

অসক্তানন্দ, স্বামী (প্রকাশক)। *জগতের ধর্মগুরু*। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। নরেন্দ্রপুর, কলকাতা। ২০০৪

আচার্য, অনিল (সম্পাদিত)। *সত্তর দশক দ্বিতীয় খন্ড* । অনুষ্টুপ। কলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৪

আচার্য, অনিল (সম্পাদিত)। *সত্তর দশক প্রথম খণ্ড* । অনুষ্টুপ। কলকাতা। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত অনুষ্টুপ সংস্করণ ২০১৪

ইসলাম, নজরুল। *সঞ্চিতা* । ডি এম লাইব্রেরি। কলকাতা। একসপ্ততিতম সংস্করণ মাঘ ১৪১৭

ইসলাম, মকবুল। *লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান: তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ* । বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা ২০১১

কালকূট। *জ্যোতির্ময় শ্রী চৈতন্য* । রীডার্স কর্ণার। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৩৬৬

গুপ্ত, ক্ষেত্র। *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* । ষষ্ঠ খণ্ড । গ্রন্থনিলয়। কলকাতা। দ্বিতীয় প্রকাশ আগস্ট ২০১২

ঘোষ, নির্মল। *নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য* । করুণা প্রকাশনী। কলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৬

চক্রবর্ত্তী, শ্যামাপদ। *অলঙ্কার-চন্দ্রিকা* । কৃতাঞ্জলি প্রকাশণী। কলকাতা। পুনর্মুদ্রণ ২০১৮

চক্রবর্তী, বরুণকুমার। *লোক-বিশ্বাস ও লোকসংস্কার* । পুস্তক বিপণি। কলকাতা। তৃতীয় সংস্করণ ১৯৫৯

চক্রবর্তী, বরুণকুমার। *লোকসংস্কৃতির সুলুকসন্ধান*। বুক ট্রাস্ট। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯

চক্রবর্তী, সুধীরকুমার (সম্পাদিত)। *বুদ্ধিজীবীর নোটবই* । পুস্তক বিপণি। কলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৪

চৌধুরী, নাজমা জেসমিন। *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি* । চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০০১

চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল। *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* । রত্নাবলী। কলকাতা। পঞ্চম পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৫

দাশ, উদয় চাঁদ ও চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম (সম্পাদিত)। *দেশবিভাগ ও বাংলা উপন্যাস*। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। বর্ধমান। ১৫ আগস্ট ২০০৫

দাশ, নির্মল। *উত্তরবঙ্গের ভাষাপ্রসঙ্গ* । সাহিত্য বিহার। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৪

দাশগুপ্ত, অমিতাভ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা* । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। চতুর্থ সংস্করণ জুন ২০০৮

দাশগুপ্ত, রাহুল। *বাংলা উপন্যাসকোশ* । প্রতিভাস। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০১৫

দাস, অমিতাভ। *আখ্যানতত্ত্ব*। ইন্দাস। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১০

দাস, অরূপকুমার। *ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য* । করুণা প্রকাশনী। কলকাতা। অক্টোবর ২০১২

দত্ত, সন্দীপ। *ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা* । র‍্যাডিক্যাল। কলকাতা। প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০

বিশ্বাস, জয়ন্ত। *বাংলা উপন্যাসের পুনর্বিচার* । অক্ষর প্রকাশনী। কলকাতা। ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। *তারাশঙ্কর রচনাবলী*। (অষ্টম খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২২শে শ্রাবণ ১৩৮১

বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল। *ভূমি ও ভূমিসংস্কার সেকাল একাল* । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। পুনর্মুদ্রণ মার্চ ২০১৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* । মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। পুনমুদ্রণ ২০১৮-২০১৯

বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ। *দেশভাগ-দেশত্যাগ* । অনুষ্টুপ। কলকাতা। বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। ষষ্ঠ সংস্করণ ২০১২

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত। *গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে* । বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৪১২

বসু, প্রদীপ (সম্পাদিত)। *মননে সৃজনে নকশালবাড়ি* । সেতু প্রকাশনী। কলকাতা। অগাষ্ট ২০১২

ভৌমিক, নির্মলেন্দু। *প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা*। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কলিকাতা। ১৯৮৫

ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলার লোকসাহিত্য প্রথম খণ্ড আলোচনা*। ক্যালকাটা বুক হাউস, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬২

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। *কালের প্রতিমা, বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর ১৯২৩-১৯৯৭*। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। চতুর্থ সংস্করণ ২০০৫

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। *বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা* । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০০৪

মুখোপাধ্যায়, জগমোহন। *গবেষণা-পত্র অনুসন্ধান ও রচনা* । আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা। ষষ্ঠ মুদ্রণ আগস্ট ২০০৬

মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র। *গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস* । বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। বইমেলা ২০০৯

মার্কেস, গাব্রিয়েল গার্সিয়া। *নিঃসঙ্গতার একশ বছর* । অনুবাদ- জি এইচ হাবীব। প্যাপিরাস। কলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৩

মজুমদার, অভিজিৎ। *শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব*। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ২০০৭

মজুমদার, রমেশচন্দ্র (সম্পাদিত)। *বাংলাদেশের ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ড* (মধ্যযুগ)। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৮০

মণ্ডল, দীনবন্ধু। *সত্তর উত্তর বাংলা উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবন* । আশাদীপ। কলকাতা। জুলাই ২০১৫

মণ্ডল, পুলকেশ ও মিত্র, জয়া (সম্পাদিত)। *সেই দশক নকশালপন্থী আন্দোলন : ফিরে দেখা*। প্যাপিরাস। কলকাতা। পুনর্মূদ্রণ ২০১২

রাজিব, রাহেল (সম্পাদিত)। *রহু চণ্ডালের হাড় : প্রাসঙ্গিক পাঠ*। কথাপ্রকাশ। ঢাকা, বাংলাদেশ। আগষ্ট ২০১৫

রায়, অনিরুদ্ধ। *মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস সুলতানী আমল।* ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। ২০১০

রায়, অলোক। *সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য* । সাহিত্যলোক। কলকাতা। সংশোধিত মুদ্রণ মার্চ ২০১৫

রায়, দেবেশ। *উপন্যাস নিয়ে* । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। তৃতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১৬

রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব* । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। পঞ্চদশ সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

লাহিড়ী, রণবীর। *আখ্যানতত্ত্বের আখ্যান।* চর্যাপদ। কলকাতা। ডিসেম্বর ২০১১

শ্রীপান্থ। *ক্রীতদাস* । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। পঞ্চম মুদ্রণ মে ২০১৬

শ', রামেশ্বর। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা* । পুস্তক বিপণি। কলকাতা। তৃতীয় সংস্করণ। অগ্রহায়ণ ১৪০৩

সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত)। *বাংলা উপন্যাস বীক্ষা ও অন্বীক্ষা* । এবং মুশায়েরা। কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১

সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত)। *বাংলা গল্প ও গল্পকার ৪* । এবং মুশায়েরা। কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ জুলাই ২০১০

সিকদার, অশ্রুকুমার। *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য* । সাহিত্যলোক। কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০০০

সেন, অঞ্জন ও সিংহ, উদয়নারায়ণ (সম্পাদিত)। *মিথ সাহিত্য ও সংস্কৃতি*। ভাষাবন্ধন প্রকাশনী। কলকাতা। ২০১৩

সেন, নবেন্দু (সম্পাদিত)। *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা*। রত্নাবলী। কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ২০১২

সেনগুপ্ত, অমলেন্দু। *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব* । পার্ল পাবলিশার্স। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭

সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী। *মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া*। পুস্তক বিপণি। কলকাতা। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় প্রকাশ ২০১৫

হোড়, সোমনাথ। *তেভাগার ডায়েরী ও চা-বাগিচার কড়চা* । সুবর্ণরেখা পাবলিশার্স। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯১

ইংরেজি গ্রন্থ

Kosambi, D.D. *Myth and Reality.* Studies In the Formation of Indian Culture. Frist Printed 1962

Czarniawska, Barbara. *Narratives in Social Science Research.* SAGE Publications Ltd, New Delhi, Frist published 2004

সহায়ক অভিধানপঞ্জি

দত্ত, মিলন। *চলিত ইসলামি শব্দকোষ।* গাঙচিল। কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ মে ২০০৮

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। *আকাদেমি বানান অভিধান।* কলকাতা। পঞ্চম সংস্করণ ২০০৫

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। *আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান।* প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯ চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১০

বাংলা পত্র-পত্রিকাপঞ্জি

অমৃতলোক, সমীরণ মজুমদার (সম্পাদক), মেদিনীপুর, ৩১ বছর ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৬

আজকাল (শারদ সংখ্যা), অশোক দাশগুপ্ত (সম্পাদক), আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪২২

আজকাল (শারদ সংখ্যা), অশোক দাশগুপ্ত (সম্পাদক), আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪১৯

আজকাল (শারদ সংখ্যা), অশোক দাশগুপ্ত (সম্পাদক), আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪২০

আজকাল, 'উৎসব', কলকাতা, শনিবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৭

আনন্দবাজার পত্রিকা, 'পুস্তক পরিচয়', কলকাতা, শনিবার, ১৪ মার্চ ২০২০

আনন্দবাজার পত্রিকা, 'পুস্তক পরিচয়', কলকাতা, শনিবার, ১৫ জুলাই ২০০০

উত্তরাধিকার (সাম্প্রতিক বাংলা গল্প সংখ্যা : এক), অমিত দাস ও অনিরুদ্ধ ভৌমিক (সম্পাদিত), ১৯৯৬

এই সময় (শারদীয়া), সুমন চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), কলকাতা, ১৪২২

এই সময়, 'উত্তর সম্পাদকীয়' কলকাতা, রবিবার, ৭ জুন ২০২০

এই সময়, 'উত্তর সম্পাদকীয়', কলকাতা, রবিবার, ৩ অক্টোবর ২০২১

এবং অন্যকথা (শিল্প সাহিত্য ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক ষাণ্মাসিক), বিশ্বজিৎ ঘোষ ও জলধি হালদার (সম্পাদক), বনগাঁ, উত্তর চব্বিশ পরগণা, উনিশ বর্ষ, জানুয়ারি ২০১৭

এবং মুশায়েরা (গল্প ও গল্পকার বিশেষ সংখ্যা), সুবল সামন্ত (সম্পাদক), নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা, ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৯

কোরক সাহিত্য পত্রিকা (প্রাক্ শারদ সংখ্যা), তাপস ভৌমিক (সম্পাদক), বাগুইআটি, কলকাতা, ১৪১৫

কৃত্তিবাস (কবিতা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক), কৌষিকী দাশগুপ্ত ও অন্যান্যরা (সম্পাদক মণ্ডলী), প্রতিভাস, কলকাতা, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১৭

চিহ্ন, শহীদ ইকবাল (সম্পাদিত), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, ৩৫ তম প্রকাশ বর্ষ ১৮, আগস্ট ২০১৮

জনপদপ্রয়াস (অভিজিৎ সেন সংখ্যা), বিকাশ শীল (সম্পাদিত), চুচুড়া হুগলি, অষ্টম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, বইমেলা ২০০৬

তবু একলব্য (মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা), দীপঙ্কর মল্লিক (সম্পাদক), দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, একাদশ বর্ষ বাৎসরিক সংখ্যা, ২০১৬

নিসর্গ (গদ্য সংখ্যা), সরকার আশরাফ (সম্পাদক), বগুড়া বাংলাদেশ, বর্ষ ৯ সংখ্যা ১, জুলাই ১৯৯৪

পশ্চিমবঙ্গ (তেভাগা সংখ্যা), দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পাদক), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, বর্ষ ৩০ সংখ্যা ৪২-৪৬, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

বঙ্গদর্শন ২ (শীত সংখ্যা), সত্যজিৎ চৌধুরী (সম্পাদিত), নৈহাটি উত্তর চব্বিশ পরগণা, ষাণ্মাসিক, ফেব্রুয়ারি ২০০১

বাংলা বই (মাসিক আলোচনা পত্র), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলকাতা, মে ২০০৫

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা (সম্পাদক), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২৩ তম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২১

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, শেখর সমাদ্দার (সম্পাদক), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, একবিংশতি সংখ্যা, মার্চ ২০১৮,

মল্লার (সাহিত্য এবং সাহিত্য বিষয়ক ষাণ্মাসিক), শুভময় সরকার (সম্পাদক), রবীন্দ্রসরণি শিলিগুড়ি, ত্রয়োদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ১৪১৬-১৪১৭

শালুক (এক যুগ পূর্তি বিশেষ সংখ্যা), ওবায়েদ আকাশ (সম্পাদক), ঢাকা, বাংলাদেশ, বর্ষ ১৩ সংখ্যা ১৪, ফেব্রুয়ারি ২০১২

শুভশ্রী (ছোটগল্পকার: স্মরণে বিস্মরণে সংখ্যা, শান্তনু সরকার (সম্পাদিত), বহরমপুর মুর্শিদাবাদ, ৫০ বর্ষ, ২০১১-২০১২

সংকেত (ছোটগল্প আলোচনা সংখ্যা), প্রবীর রায়চৌধুরী (সম্পাদক), প্রতাপপুর, হুগলী, ঊনবিংশ বর্ষ, বইমেলা ২০০৩

সুখপাঠ (ওয়েব ম্যাগাজিন), অরিন্দম বসু (সম্পাদক), কলকাতা, শারদ সংখ্যা, ২০২০

বৈদ্যুতিন তথ্যসূত্র

1. https://barta24.com/details/arts-literature/63871/collage-montage-episod-sixteen
2. https://bn.vikaspedia.in/social-welfare/9a89be9b09c0-993-9b69bf9b69c1-9899a89cd9a89af9bc9a8
3. https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%B0_%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
4. https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
5. https://parabaas.com/PB74/LEKHA/bMihir74.shtml
6. https://philarchive.org/archive/CHAASM-3
7. https://roar.media/bangla/main/book-movie/rohu-chandaler-har-a-tale-of-noamd-bajikars
8. https://roar.media/bangla/main/history/history-of-naxal-movement
9. https://roar.media/bangla/main/history/tebhaga-movement-for-the-rights-of-the-peasants
10. https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=18217
11. https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=21973
12. www.bangodesh.com/2021/04/naxalism-in-india-1/

তত্ত্বাবধায়ক　　　　　　　　　　গবেষক